Bangladesh

সহজ শর্তে কৃষি ঋণ, বদলে যাবে সবার দিন।
সততার কোন বিকল্প নাই, দুর্নীতির সাথে আপোষ নাই।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২

ফোন: ০২৪৭-৮৬০৫২৯
Email: dgmlad2@rakub.org.bd
Web : www.rakub.org.bd

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ সার্কুলার নং-০৩/২০২২ তারিখ : ৩০.১১.২০২২

বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজআলু উৎপাদনের জন্য শস্য বন্ধকী ঋণ প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রতি বছরের ন্যায় বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজআলু উৎপাদন প্রকল্পে চলতি ২০২২-২০২৩ মৌসুমে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরনে শস্য বন্ধকী ঋণ বিতরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :

০১. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

(ক) চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধামে আলু উৎপাদন উপকরণসমূহের সুষ্ঠু সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা ;
(খ) চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে গ্রাম্য মহাজনদের নিকট হতে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণের প্রভাব হতে মুক্ত রাখা এবং
(গ) চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে উন্নত বীজআলু উৎপাদনে উৎসাহিত করে অধিক জমি উচ্চ ফলনশীল আলু উৎপাদনের আওতায় আনা।

০২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা :**

রাকাব ও বিএডিসি যৌথভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। বিএডিসি প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ যেমন- বীজআলু, রাসায়নিক সার, কীটনাশক সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করবে। রাকাব সহজ শর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে শস্য বন্ধকী ঋণ প্রদান করবে। ঋণ বিতরণ হতে ঋণ আদায় পর্যন্ত উভয় সংস্থা যৌথভাবে কাজ করবে।

০৩. **ঋণ কার্যক্রমভুক্ত এলাকা :**

পরিশিষ্ট-'ক' তে বর্ণিত রাকাবের ১৩টি জোনের ৪৪টি শাখা এ ঋণ বিতরণ করবে। বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত ব্লকসমূহের চুক্তিবদ্ধ চাষীগণের ব্লকভুক্ত জমি এবং অন্য ব্যাংকের এসএসিপি ইউনিয়নের মধ্যে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে তাদের মধ্যে এ ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা যাবে।

০৪. **আলু উৎপাদনকারীদের যোগ্যতা :**

বিএডিসি কর্তৃক নির্ধারিত ব্লকে নিবন্ধনকৃত বীজআলু উৎপাদনকারীকে বিএডিসি'র (উপ-সহকারী পরিচালক/সহকারী পরিচালক) সুপারিশ সাপেক্ষে এ ঋণ প্রদান করা যাবে। বর্গা চাষীগণকেও নিয়ম অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। **পূর্বের ঋণ অনাদায়ী রয়েছে এরূপ ঋণগ্রহিতাদেরকে উক্ত ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে না। এমনকি গত বছরে পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম ব্লকে ঋণ অনাদায়ী রেখে নতুন ব্লক গ্রহণ ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।** এ কর্মসূচির আওতায় যে সকল ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ রয়েছে তা এ বছর সুদাসলে সমুদয় আদায় করে দেয়া হবে মর্মে বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তা রাকাবের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট লিখিত নিশ্চয়তা পত্র প্রদান করবেন। এছাড়া এ বছরের নিবন্ধনকৃত আলু চাষীদের নিকট এ ব্যাংকের যে কোন ধরণের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ থাকলে বিএডিসির সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তা চলতি মৌসুমের ঋণ বিতরণের পূর্বেই উক্ত খেলাপী ঋণ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সাধারণ নিয়মে সার্টিফিকেট/অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে এরূপ ঋণগ্রহিতা সমুদয় বকেয়া ঋণ পরিশোধ করলে সংশ্লিষ্ট কোর্ট থেকে মামলা প্রত্যাহার করে উক্ত ঋণগ্রহিতাকে এ কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করা যাবে।

০৫. **ঋণ আবেদন পদ্ধতি :**

বিএডিসি'র কর্মকর্তাগণ সম্ভাব্য ঋণগ্রহিতাদের তালিকা ব্যাংকে দাখিল করবেন। বিএডিসি কর্তৃক নির্বাচিত চুক্তিবদ্ধ রেজিস্টার্ড বীজআলু চাষীগণ এ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য হবেন। ব্যাংকের নির্ধারিত শস্য ঋণ আবেদন ফরমে (এলএফ-৬) ঋণের আবেদন পত্র বিএডিসি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখায় দাখিল করতে হবে।

০৬. **সনাক্তকরণ ও ঋণ বিতরণ :**

বিএডিসি'র কর্মকর্তাগণ ঋণ বিতরণের সময় প্রত্যেক ঋণগ্রহিতাকে সনাক্তসহ ঋণ আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন। শাখা শস্য ঋণ বিতরণের নিয়ম-কানুন পরিপালন করে ঋণ বিতরণ করবে। বিএডিসি'র ব্লকভুক্ত এলাকায় চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে। তবে বিএডিসি'র বীজআলু উৎপাদন জোনের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক কর্তৃক রাকাব শাখায় ঋণ মঞ্জুরির প্রস্তাব দাখিলের ১০ দিনের মধ্যেই ঋণ মঞ্জুরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৭. **ঋণ বিতরণ পদ্ধতি :**

এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও ব্লকের নামসহ জমির পরিমাণ পরিশিষ্ট 'ক-তে দেয়া হলো। উপকরণ মূল্য যেমন- বীজআলু, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ইত্যাদি (পরিশিষ্ট খ এর ১ হতে ৪ নম্বর ক্রমিকে) দ্রব্যে (In kinds) বিতরণ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কোন নগদ টাকা প্রদান করা যাবে না।

০৮. **ঋণ নিয়মাচার :**

বীজআলু উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষীদেরকে প্রতি একরে সর্বোচ্চ ৫২,০০০/- (বায়ান্ন হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ কর্মসূচির আওতায় চুক্তিপত্র অনুযায়ী একজন ঋণ আবেদনকারীকে সর্বোচ্চ ১৫ একর জমিতে বীজআলু উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে। ঋণ নিয়মাচারের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'খ'-তে দেখানো হলো।

০৯. **ঋণের জামানত :**

ঋণের জামানত হিসেবে উৎপাদিত আলু ব্যাংকে দায়বদ্ধ (হাইপোথিকেশন) থাকবে।

১০. **বন্ধকী সম্পত্তির কাগজপত্র :**

ঋণ মঞ্জুরির জন্য জমির দলিল, পরচা, খতিয়ান এবং হালসন খাজনার দাখিলা জমা নেয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে জমির মালিকানা স্বত্বের সঠিকতা নিরূপনের জন্য ঋণ আবেদন ফরমে মৌজার নাম, ব্লক নং এবং বীজআলু উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত জমির দাগ, খতিয়ান ও পরিমাণসহ তফসিল উল্লেখপূর্বক বিএডিসি কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যতা প্রতিপাদিত হতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক জমির মালিকানা স্বত্বের কাগজপত্র যাচাই করে দেখবেন।

১১. **সুদের হার :**

এ ঋণের জন্য বাৎসরিক সুদের হার ৮%। সুদারোপ বিষয়ে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার নং-০৩/২০২১ তারিখ ২৭.০৪.২০২১ এ বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে এ খাতে সুদের হার পরিবর্তন হলে পরিবর্তিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে।

১২. **ঋণ তদারকি :**

বিএডিসি'র কর্মকর্তাগণ তদারকি ও সম্প্রসারণ সেবার ব্যবস্থা করবেন এবং যথাযথ কারিগরী সহায়তা প্রদানে ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত জাতের বীজআলু উৎপাদন নিশ্চিত করবেন। রাকাবের কর্মকর্তাগণও বীজআলু উৎপাদন ব্লক পরিদর্শন করবেন।

১৩. **ঋণ আদায় :**

ঋণ পরিশোধের সাধারণ সময়সীমা হবে ১৫ এপ্রিল ২০২৩। তবে সর্বশেষ সময়সীমা ১৫ মে ২০২৩। উৎপাদিত বীজআলুর বিক্রয় মূল্য থেকে এ ঋণ পরিশোধিত হবে। ফসল উত্তোলনের অন্ততঃ এক মাস পূর্বে শাখা বিতরণকৃত ঋণ (পূর্ববর্তী বছরসমুহের বকেয়া ঋণ যদি থাকে) আদায়ের লক্ষ্যে মূল ঋণ ও সুদের পরিমাণ উল্লেখকরতঃ ঋণগ্রহিতাদের তালিকা বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের নিকট দাখিল করবে। বিএডিসি চুক্তিবদ্ধ চাষীদের নিকট থেকে বীজআলু ক্রয় করবে এবং ক্রয় মূল্য থেকে তালিকা মোতাবেক ব্যাংক ঋণ হালনাগাদ সুদসহ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কর্তন করে সংশ্লিষ্ট রাকাব শাখায় সমন্বয়ের জন্য জমা দিবে। নির্ধারিত মানদন্ড অনুযায়ী উৎপাদিত না হওয়ার কারণে উৎপাদিত আলু "বীজআলু" হিসেবে গ্রহণ না করা গেলেও বিএডিসি কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব উদ্যোগে উক্ত আলু খোলা বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণের টাকা সমন্বয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপরও কোন ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা আদায়ের জন্য বিএডিসি ব্যাংক-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে। শাখা ব্যবস্থাপক নিজে ঋণ আদায়ের বিষয়টি তদারকি করবেন।

১৪. **পূর্বের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায় :**

পূর্বের কোন মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করতে হবে।

১৫. **বাজেট বরাদ্দ :**

সাধারণ আলু উৎপাদন খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে চুক্তিবদ্ধ বীজআলু চাষীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করতে হবে। তবে বরাদ্দকৃত বাজেট সংকুলান না হলে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে কার্যোত্তর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে ।

১৬. **বিবরণী প্রেরণ :**

ঋণ বিতরণ এবং ঋণ পরিশোধ উভয় ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিবরণী পরিশিষ্ট 'গ' মোতাবেক শাখা ব্যবস্থাপকগণ সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

উপরোল্লিখিত নির্দেশাবলী পুংখানুপুংখভাবে অনুসরণ করে চুক্তিবদ্ধ চাষীদের সময়মত ঋণ প্রদানের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অনুমোদনক্রমে-

০৭/১১/২০২২

(মোঃ বেল্লাল হোসেন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

প্রকা/ঋওঅবি-২/২৭/২০২২-২০২৩/২৭৯(১২১) তারিখ : ঐ

সংযুক্তি : 'ক' 'খ' এবং 'গ'

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো :

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি বিভাগ-কে সার্কুলারটি রাকাবের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাকাব, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/উপ-মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
০৮। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, রাজশাহী।
০৯। জোনাল ব্যবস্থাপক, রাকাব, রাজশাহী/ বগুড়া(উঃ)/ বগুড়া(দঃ)/পাবনা/সিরাজগঞ্জ/ রংপুর/ গাইবান্ধা/ কুড়িগ্রাম/ নীলফামারী/ লালমনিরহাট/ দিনাজপুর (উঃ)/ ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড় জোন।
১০। অধ্যক্ষ, রাকাব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
১১। জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, রাজশাহী/ বগুড়া(উঃ)/ বগুড়া(দঃ)/ জয়পুরহাট/ সিরাজগঞ্জ/ রংপুর/ গাইবান্ধা/ কুড়িগ্রাম/ নীলফামারী/ লালমনিরহাট/ দিনাজপুর (উঃ)/ ঠাকুরগাঁও/ পঞ্চগড় জোন।
১২। ব্যবস্থাপক, রাকাব, পুঠিয়া/ বড়গাছি/ পাঁচন্দর/ রাজাবাড়ীহাট/ কালিগঞ্জহাট/ কাকনহাট/ ঠাকুরগাঁও/ আউলিয়াপুর/ ফাড়াবাড়ীহাট/ হারাটিবন্দর/ পীরগাছা/ তারাগঞ্জ/ দামোদরপুর/ ইকরচালী/ মধুপুর/ রংপুর/ সদ্যপুস্করণী/ ধনতোলা/উলিপুর/ কুড়িগ্রাম/নাগেশ্বরী/রায়গঞ্জ(কুড়িগ্রাম)/ফুলবাড়ী(কুড়িগ্রাম)/বীরগঞ্জ/দিনাজপুর/বোর্ডহাট/চিরিরবন্দর/যাদুরহাট/শেরপুর/শাহজাহানপুর/ধুন্দার/গোবিন্দগঞ্জ/কাটাবাড়ী/পঞ্চগড়/ধাক্কামারা/ঝলইশালসিড়ি/বোদা/লক্ষীরহাট/আটোয়ারী/রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ)/ পঞ্চকুশি/পাবনা শাখা। (জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে সার্কুলারের কপি প্রেরণ নিশ্চিত করবেন)।

অনুলিপি :

১। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সিডিপি ক্রপস), বিএডিসি, ঢাকা।
২। উপ-পরিচালক (বীজআলু) বিএডিসি হিমাগার, রাজশাহী/বগুড়া/উল্লাপাড়া/রংপুর/গাইবান্ধা/কুড়িগ্রাম/নীলফামারী/ লালমনিরহাট/নশিপুর/ঠাকুরগাঁও/পঞ্চগড় জোন।

০৭/১১/২০২২

(মোঃ ওবায়েদুর রহমান)
উর্ধতন মুখ্য কর্মকর্তা